দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 1 MAY 1987
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

051

প্রাইভেট টিউশনীর অশুভ প্রভাব ছাত্রদের উদ্যম নষ্ট করছে

ওরায়দুল হক মিয়া

আমাদের দেশের শিক্ষার মান সর্বস্তরে নীচে নেমে গেছে বলে অনেকের ধারণা। এটা অবশ্য সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করবেন যে, স্কুল-কলেজে গৃহীত পরীক্ষা বা এসএসসি পরীক্ষায় পাসের চেয়ে ফেলকরা ছাত্রের সংখ্যা কোনমতেই কম নয়। আমাদের শিক্ষাবিদগণ এবং সুধী সমাজ শিক্ষার মান উন্নয়ন, শিক্ষাক্ষেত্রে নানা ধরনের পদ্ধতি প্রচলনের জন্য সুপারিশ করেছেন। অধিকাংশ সুপারিশ শিক্ষা ক্ষেত্রের বিভিন্ন স্তরে প্রবর্তন করাও হয়েছে। কিন্তু শিক্ষার মান বা পাসের হার তেমনভাবে বৃদ্ধি পায়নি। এ সমস্যার পিছনে বিবিধ কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রাইভেট টিউশনি বা গৃহশিক্ষকতাও এসব সমস্যার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সমস্যা ধরে নিতে হবে। এমনকি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে গৃহশিক্ষকতার অশুভ প্রভাব লেখাপড়ার মান বৃদ্ধি ক্ষেত্রে বহুলাংশে বাধা-বিপত্তির কারণ হিসেবে দেখা দিয়েছে বলে আমরা মনে করি।

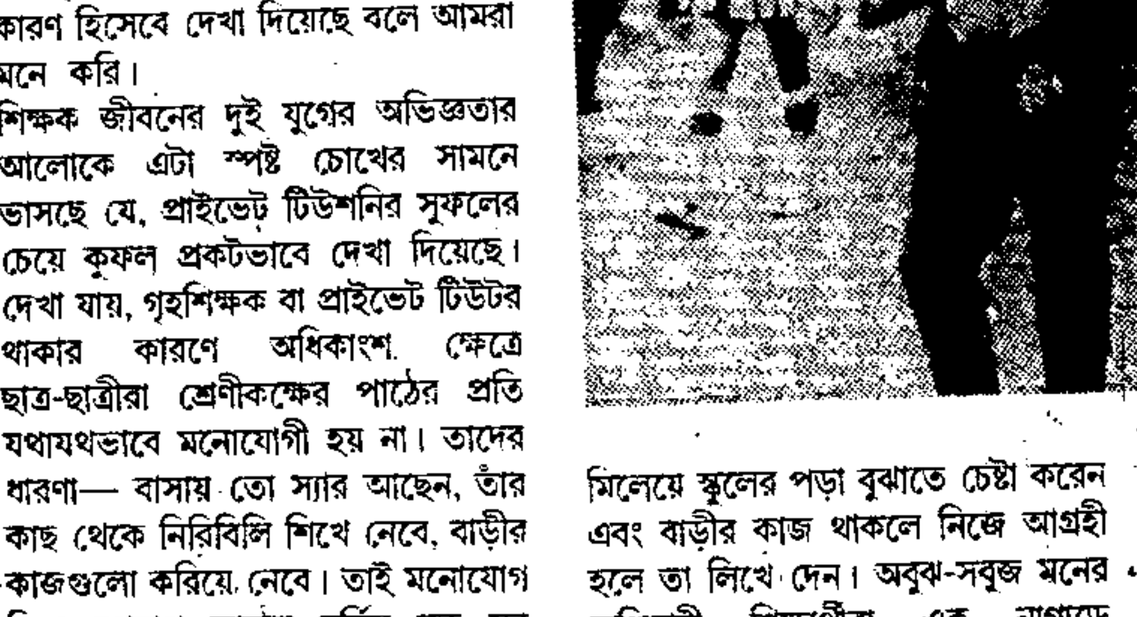

শিক্ষক জীবনের দুই যুগের অভিজ্ঞতার আলোকে এটা স্পষ্ট চোখের সামনে ভাসছে যে, প্রাইভেট টিউশনির সুফলের চেয়ে কুফল প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে। দেখা যায়, গৃহশিক্ষক বা প্রাইভেট টিউটর থাকার কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীরা শ্রেণীকক্ষের পাঠের প্রতি যথাযথভাবে মনোযোগী হয় না। তাদের ধারণা— বাসায় তো স্যার আছেন, তাঁর কাছ থেকে নিরিবিলি শিখে নেবে, বাড়ীর কাজগুলো করিয়ে নেবে। তাই মনোযোগ দিয়ে চুপচাপ কাঠের মূর্তির মত সব ঘন্টায় স্কুলের স্যারদের পড়া না শুনলে বা না শিখলে কি-ইবা হবে? এভাবে শ্রেণীকক্ষের পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীদের অনীহাভাব অতি গোপনে এবং অলক্ষ্যে দানা বাঁধতে থাকে এবং ছাত্ররা সমপাঠীদের সাথে গল্পগুজব করতে বেশী উৎসাহী হয়। দ্বিতীয়তঃ প্রাইভেট টিউটর বাসায় ছাত্রকে লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগী না হলে তেমন একটা চাপ প্রয়োগ করতে অসুবিধার সম্মুখীন হন। সেটা হল চাকরি হারানোর ভয়। বেশ কড়াকড়িভাবে ছাত্র-ছাত্রীর কাছ থেকে পড়াশুনা আদায় করতে গেলে যদি তাঁরা বিরক্ত হয়ে অভিভাবকের কাছে রিপোর্ট দেয় যে, বাসার স্যার তাকে অংক না পারলে ধমকায় এবং কোন কাজ করতে চায়না— কেবল নিজে নিজে করতে বলেন। এসব অভিযোগ অভিভাবক একাধিকবার পেলে সাধারতঃ প্রাইভেট টিউটরের চাকরি থাকার কথা নয়। কাজেই গৃহশিক্ষক কোন মতে দায়সারাভাবে ছাত্র-ছাত্রীর সাথে তাল মিলেয়ে স্কুলের পড়া বুঝাতে চেষ্টা করেন এবং বাড়ীর কাজ থাকলে নিজে আগ্রহী হলে তা লিখে দেন। অবুঝ-সবুজ মনের অধিকারী শিক্ষার্থীরা এক নাগাড়ে বেশীক্ষণ মনোযোগ দিতে পারে না। তাদের মন চঞ্চল হয়ে উঠে। কাজেই কিছুক্ষণ পড়াশুনার পরই নানা ধরনের ওজর আপত্তি দেখায় এবং গৃহশিক্ষককে তাড়াতাড়ি বিদায় দিতে চেষ্টা করে।

তদুপরি গৃহশিক্ষক যদি ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল শিক্ষক হন, তবে তো আরো বেশী জ্বালা-যন্ত্রণা। স্কুল শিক্ষক বলে তারা বাসায় গিয়ে একটু সম্মান ও প্রভাব বেশী খাটায়। সহজে প্রাইভেট টিউশনী নষ্ট হবে না এই ভরসায় অনেক সময় ঠিকমত পড়াতে যায় না। গেলেও পড়াশুনা দেখিয়ে চলে আসতে চায় আগে। স্কুল-স্যার পড়াতে আসেন বলে ছাত্রদের ভরসা— পরীক্ষায় তো পাস করবেই। কোন বিষয় খারাপ করলে স্যার তো বলেকয়ে যেভাবেই হোক পাসের ব্যবস্থা, ভাল নম্বরের ব্যবস্থা করবেনই। এমনকি প্রথম, দ্বিতীয় স্থান ইত্যাদি ব্যাপারেও স্যারের হাত থাকে। কাজেই শিক্ষার্থীদের মনে আত্ম নির্ভরশীলতার ভাব গড়ে উঠতে চায় না। শিক্ষক সাহেবগণ তো রক্ত মাংস দ্বারা গঠিত মানুষ। কাজেই যে ছাত্রের কাছ থেকে মাসে টাকা পাচ্ছেন চা-নাস্তা ও আদর-আপ্যায়ন পান, তার প্রতি মনের অলক্ষ্যে দুর্বল হয়ে পড়তে পারেন এবং তাকে বেশী নম্বর দেবার জন্য সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থাও করে থাকেন। যে ছাত্র-ছাত্রীকে মাসের পর মাস কষ্ট করে, সময় ব্যয় করে এবং টাকা-পয়সার বিনিময়ে পড়াচ্ছেন— তারা পরীক্ষায় খারাপ করলে শিক্ষকের মান ও দাম থাকে কোথায়?

কাজেই তাদের জন্য একটা বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হয়। এসব বিশেষ ব্যবস্থা নানা ধরনের যথা— প্রশন বলে দেয়া, লেখিয়ে দেয়া, খাতায় বেশী নম্বর দেয়া এবং সহকর্মী শিক্ষককে বাধ্য করা। শুধু তা-ই নয়, শিক্ষকদেরকে বাসায় গেলে ছাত্র-ছাত্রীরা নানাভাবে বাধ্য করে। এসব ব্যাপারে এভাবে আর কয় বছর যায়? এসএসসি পরীক্ষার ঘাটে গেলেই অর্ধেক যাত্রী ফেরত আসে।

আমাদের শিক্ষক সমাজও নানা প্রকার সমস্যা এড়াতে না পেরে প্রাইভেট টিউশনিকে আয়ের কেন্দ্র করে থাকেন। আবার কেউ কেউ সময়-সুযোগ করে কোচিং সেন্টার খুলে থাকেন। অভাবের অন্ত নেই সত্যি। দুই বেলা বিদ্যালয়ের বাইরে বাসায় বাসায় গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীকে পড়ালে তাঁর শক্তি, সামর্থ এবং কর্মস্পৃহায় ভাটা পড়ে থাকে। ফলে শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহের একজন শিক্ষকের কাছ থেকে শ্রেণী কক্ষে ছাত্র-ছাত্রীরা গ্রহণযোগ্য, রসাল এবং শিক্ষাপ্রদ পাঠদান পেতে পারেন না— একথা অনেকেই স্বীকার করছেন। একদিকে শিক্ষার্থীরা যেমন 'হেতো নয় অন্য কোথায়ও'ভাবে শ্রেণীকক্ষের পাঠে পুরাপুরিভাবে মনোনিবেশ করে না; তেমনিভাবে প্রাইভেট টিউটরের কাছে থেকে যথাযথভাবে তাদের পূর্ণ অংশ হজমও করতে পারে না। এই টানা হেঁচড়ার দরুন পাঠ্য বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করা তো দূরে থাকুক; পাসের নম্বর অনেকেরই ভাগ্যে জুটে না শহরের বা গ্রামাঞ্চলের এমন হাই স্কুল দেখতে পাওয়া যায় যে, এসএসসি পরীক্ষায় গড়পড়তা সব পরীক্ষার্থীই ফেল করে থাকে। দীর্ঘ একটানা দশটি বছরের আমলনামা শূন্যের কোঠায় এসে যায়। অভিভাবক শ্রেণী তো গৃহশিক্ষকের ব্যবস্থা অনেকেই করে থাকেন অথবা স্কুলে ছারত-ছাত্রীদের পাঠিয়েছেন, বেতন ও অন্যান্য পাওনাদি পুরোপুরি পরিশোধ করেছেন। তবে এ দোষ কার ঘাড়ে পড়বে? ছাত্র শিক্ষক-এর মাঝখানে গৃহশিক্ষকের অবস্থান বড় শক্তভাবে স্থান করে নিয়েছে। এই শক্ত স্থানে ভক্ত ছাত্রদের দুর্ভাগ্য মাথা কুটে মরছে।

অবস্থা আরো কিছুটা জটিলাকার ধারণ করেছে গৃহশিক্ষক ব্যবস্থা এবং গৃহশিক্ষকতা করার প্রতিযোগিতা নিয়ে। প্রথম পক্ষে শক্তি-সামর্থ অনুসারে একাধিক গৃহশিক্ষকের ব্যবস্থা করা হয়

ফলে, সীমিত আয়ের অভিভাক হয়ে ইচ্ছা থাকা সত্বেও গৃহশিক্ষকের ব্যব করতে পারে না। তাদের ছেলে-মেয়ে সমপাঠীদের নিকট (যারা গৃহশিক্ষ রাখতে পারছে) মাথা উঁচু করে দাঁড়া সংকোচবোধ করে। এ ধরনের ক্ষে গৃহশিক্ষকহীন ছাত্ররা লেখাপড়ায় তেম আগ্রহ প্রকাশ করে না। অপর দি যেসব স্যারেরা একাধিক টিউশনী কর সুযোগ পায় বা কোচিং সেন্টারের ব্যব করে থাকেন তাদের কাছে বাড়তি পয় থাকে। তাঁরা একটু ভাল পজিশনে চল চান। আর যারা তেমন সুযোগ পান তারা নানাভাবে শিক্ষকতার চেষ্টা করে অনেক ক্ষেত্রে এ ধরনের অতিরি কাজের মাধ্যমে পয়সা আয় করাটা আ চাকরি শিক্ষকতার চেয়ে অতিশয় জর বলে দেখা দেয়। সে যাই হোক, পদ্ধতি আমাদের জাতীয় জীব পুরোপুরীভাবে সফলতা প্রদানে সক্ষম কি-না— তা তলিয়ে দেখা বিশে প্রয়োজন।

ক্যালিফোর্নিয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের মেলা